ব্রি হাইব্রিড ধান৫

হাইব্রিড চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি হাইব্রিড ধান৫ বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী ব্রি উদ্ভাবিত একটি জাত। ইহার কৌলিক সারি বিআর১৫৮৫এইচ (BR1585H)। এ জাতটির ক্রস কম্বিনেশন ব্রি৭এ/ব্রি৩১আর (BRRI 7A/BRRI 31R)। পিতৃ মাতৃ সারি দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত বিধায় জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও বৈরী পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বেশী। জাতটি ২০১৬ সালে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদান লাভ করে।

ব্রি হাইব্রিড ধান৫

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেমি।
- কান্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি গুচ্ছির সংখ্যা ১২-১৫টি।
- চালে শর্করার পরিমান ২৩.৪%।
- দানার আকৃতি সরু ও লম্বা।
- চালে প্রোটিন ৯%। ভাত ঝরঝরে।
- গাছের গোড়া খয়েরী রং এর এবং দানায় কাঁচা অবস্থায় লাল বর্ণের টিপ (Apiculus) বিদ্যমান।
- উভয় মৌসুমে এই জাতটির বীজ উৎপাদন সম্ভব এবং বানিজ্যিকভাবে লাভজনক। আমন ও বোরো মৌসুমে পিতৃ ও মাতৃ সারির জীবনকালের যথাক্রমে পার্থক্য ৮ দিন ও বোরো ১৪ দিন।
- আমন মৌসুমে বীজ উৎপাদনে হেক্টর প্রতি ফলন ১.৫-২.০ টন এবং বোরো মৌসুমে ২.৫-২.৮ টন।

জীবনকাল: এ জাতের জীবনকাল ১৪৫ দিন।

ফলন: এ জাতের গড় ফলন ৮.৫-৯.০ টন/হেক্টর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ০১ অগ্রাহায়ণ থেকে ৩০ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর।

২. **চারা রোপণঃ** চারা রোপনের উপযুক্ত সময় হলো ০১ পৌষ থেকে ৩০ পৌষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারী।

৩. **বীজের হারঃ** ১৫ কেজি/হেক্টর।

৪. **চারার বয়সঃ** ৩০-৩৫ দিন।

৫. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপণ করতে হবে।

৬. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ১-২টি কওে।

৭. চারা লাগানোর ৫-৭ দিনের মধ্যে মরা গুছির জায়গায় পূন:রোপণ (Gap filling) করতে হবে।

৮. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

৮.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
	৩৬	১৭	১৬	৯	১

৮.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০-৩৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। মোট এমওপি সারের ১১ কেজি জমি তৈরির সময় এবং ৫ কেজি ৩য় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৯. **আগাছা দমন ঃ** আগাছা দমনে আগাছানাশক ব্যবহার করলে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সাথে অনুমোদিত আগাছানাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে এবং ক্ষেতে সেচ দিয়ে পানি ১০-১৫ দিন বেঁধে রাখতে হবে।

১০. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** সার উপরি প্রয়োগের পূর্বে জমি ২-৩ বার শুকনা দিতে পারলে অধিক কুশি পাওয়া সম্ভব। পরিমিত সেচ ব্যহার করতে হবে এবং ধানে দুধ আসা পর্যন্ত জমিতে প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** রোগ ও পোকামাকড়ের জন্য অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থপনা অনুসরণ করতে হবে।

১২. **ফসল কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ২৫ চৈত্র থেকে ৫ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল। শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেঁকে গেলে ধান কাটা শুরু করতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd